# অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সুবিধা

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية يؤدي إلى راحة البال

# অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সুবিধা

**শায়খপড বই**

**ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত**

**প্রথম সংস্করণ। এপ্রিল 15, 2023।**



ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

# সুচিপত্র

# স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

# কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

# ভূমিকা

নিম্নোক্ত গ্রন্থটি ধৈর্য নামক মহৎ চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক গ্রহণ করার জন্য তাদের জীবনে যে পরীক্ষা এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তার কিছু সুবিধা এবং জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

*"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"*

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

# অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সুবিধা

পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে মুসলমানদেরকে তাদের সারা জীবন অসুবিধা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 155:

*"আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ ও জান ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে, তবে ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।"*

অতএব, তাদের কিছু উপকারিতা এবং প্রজ্ঞা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যাতে কেউ তাদের ধৈর্য এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করতে পারে।

প্রথম সুবিধা হল পরীক্ষা এবং অসুবিধার মধ্য দিয়ে একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে ভালোভাবে বুঝতে পারে। এটি ঘটতে পারে যখন একজন মুসলিম কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তারা তাদের কাছে থাকা সম্পদ, যেমন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে প্রতিকার করতে পারে না। এই উপলব্ধি মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে জীবনযাপন করতে অনুপ্রাণিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে, সারা জীবন পূর্ণরূপে জেনে রাখে যে কোন সম্পদ বা সামাজিক প্রভাব তাদেরকে আল্লাহর হুকুম থেকে রক্ষা করবে না, শ্রেষ্ঠ সুতরাং একটি পরীক্ষা বা অসুবিধা যা একজন মুসলিমকে এই দিকে চালিত করে তা তাদের আনুগত্যের কারণ হতে পারে এবং সেইজন্য শেষ দিনে তাদের মুক্তির কারণ হতে পারে।

পরীক্ষার পরবর্তী প্রজ্ঞা এবং সুবিধা হল যে এর ফলে একজন মুসলিম মহান আল্লাহর কাছে নম্র হয়ে উঠতে পারে। যখন একজন ব্যক্তি সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি অনুভব করেন তখন তাদের পক্ষে অহংকারী এবং তাদের জীবন এবং তাদের যা আছে তা নিয়ে গর্বিত হওয়া সহজ। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি পরমাণুর মূল্যের গর্ব প্রয়োজন। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরীক্ষা এবং অসুবিধাগুলি এই গর্বকে ভেঙ্গে দিতে পারে এবং মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে যে তাদের মহান আল্লাহর নম্র বান্দা হিসাবে আচরণ করা উচিত। অতএব, যে সমস্ত মুসলমানদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তাদের জন্য এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা নিজেদের থেকে অহংকারের যেকোন চিহ্ন মুছে ফেলেছে এই স্বীকার করে যে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, এমন কিছুর জন্য গর্বিত হওয়া যা সৃষ্ট এবং সহজাতভাবে অন্য কারো অন্তর্গত।

পরীক্ষা এবং অসুবিধার পেছনের পরবর্তী প্রজ্ঞা হল যে তারা মুসলমানদেরকে তাদের ক্রিয়াকলাপে প্রকৃত আন্তরিকতা অবলম্বন করতে উত্সাহিত করে, যার অর্থ শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সৎকর্ম সম্পাদন করতে। সমস্যায় ভুগছেন এমন একজন মুসলিম বুঝতে পারে যে তাদের প্রয়োজনের মুহুর্তে একমাত্র আল্লাহই তাদের সাহায্য করতে পারেন এবং তিনি তখনই তাদের প্রতি সাড়া দেবেন যখন তাদের আন্তরিকতা থাকবে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 17:

*"আর যদি আল্লাহ তোমাকে বিপদে ফেলেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাকে কল্যাণে স্পর্শ করেন - তাহলে তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"*

প্রকৃতপক্ষে, এমনকি অনেক অমুসলিমও যখন তারা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তখন মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 65:

*"এবং যখন তারা একটি জাহাজে চড়ে, তখন তারা দ্বীনের [অর্থাৎ, বিশ্বাস এবং আশা] প্রতি আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে দেশে পৌঁছে দেন, তখনই তারা তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে।"*

একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে ধন্য যদি তারা তাদের সকল কাজে এই আন্তরিকতা বজায় রাখতে পারে কারণ এটিই সকল কল্যাণের ভিত্তি। এটা মনে রাখা অত্যাবশ্যক যে, যে ব্যক্তি অন্যকে খুশি করার জন্য কাজ করবে তাকে বিচারের দিন যাদের জন্য তারা কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভের জন্য বলা হবে, যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সুতরাং একটি পরীক্ষা এবং অসুবিধা একজন মুসলমানের কাছে এটি হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে কারণ এটি তাদের আন্তরিকতার দিকে উত্সাহিত করে।

পরীক্ষা এবং অসুবিধাগুলির পরবর্তী সুবিধা হল যে তারা একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করে, আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে জেনে যে তিনিই তাদের ক্ষমা করতে পারেন এবং এইভাবে তাদের অসুবিধা দূর

করতে পারেন। এটা সাধারণভাবে জানা যায় যে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন যে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

আন্তরিক অনুশোচনার শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে: অনুতপ্ত হওয়া, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, এবং অন্য যে কারো সাথে অন্যায় করা হয়েছে, গুনাহের দিকে ফিরে না যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং মহান আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা, এবং জনগন।

একটি পরীক্ষা বা অসুবিধা যা একজনকে আন্তরিক অনুতাপের দিকে চালিত করে তা আসলে একটি মহান আশীর্বাদ কারণ এটি বিচারের দিনে তাদের পরিত্রাণের কারণ হতে পারে। বিপরীতভাবে, যে পরীক্ষা বা অসুবিধার মুখোমুখি এই বিশেষ প্রজ্ঞা বুঝতে ব্যর্থ হয় সে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে না। এই আচরণ তাদেরকে জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের প্রতি অন্যায় করেছে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে ব্যর্থ হলে বিচারের দিন বিচারের মুখোমুখি হবে। তাদের ভুক্তভোগীদের তাদের নেক আমল দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের ভুক্তভোগীদের পাপ দেওয়া হবে। এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

পরীক্ষা এবং অসুবিধার পিছনে পরবর্তী জ্ঞান হল মুসলমানদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত করার জন্য অনুপ্রাণিত করা, যেমন মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা। জামে আত তিরমিযী, 3371 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রার্থনা একজনের নম্রতা এবং মহান আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতির একটি চরম চিহ্ন। যে ব্যক্তি এই সৎকর্মের দিকে পরিচালিত হয় তাকে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই বরকত লাভের পথ দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6936, গ্যারান্টি দেয় যে প্রতিটি প্রার্থনা, যা সঠিকভাবে করা হয়, মহান আল্লাহ তায়ালা কোন না কোন আকারে কবুল করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, যখন কেউ কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে তখন তারা প্রায়শই এই ধার্মিক কাজটিকে অবহেলা করে। সুতরাং একটি পরীক্ষা বা অসুবিধার সম্ভাব্য জ্ঞান হল একজন মুসলিমকে এই মহান কাজের দিকে ধাবিত করা।

পরীক্ষা ও অসুবিধার পরের প্রজ্ঞা হল যে তারা একজন মুসলিমকে সহনশীলতা অবলম্বন করার সুযোগ দেয়। এটি একটি অত্যন্ত প্রিয় বৈশিষ্ট্য যা জামি আত তিরমিযী, 2011 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করা হয়েছে। ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা , সহজে এবং কঠিন উভয় সময়েই আল্লাহর আদেশ পালন করা, বিরত থাকা। তাঁর নিষেধ থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। সহনশীলতা একজনকে আল্লাহর উপাসনা করতে বাধা দেয়, যার মাধ্যমে তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয় কিন্তু অসুবিধার সময় তাঁর আনুগত্য থেকে দূরে সরে যায়। এই মনোভাব প্রতিরোধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত উভয় জগতেই হারাবেন। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

*"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি সে বিচারে আঘাত পায়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে..."*

পরীক্ষা ও পরীক্ষা ছাড়া একজন মুসলমান প্রকৃত সহনশীলতা অবলম্বন করতে এবং প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হতে পারে এবং তাই এর মাধ্যমে অনেক পুরস্কার লাভ থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

একজনের দ্বারা অন্যের দ্বারা অন্যায় করা হয়েছে এমন পরিস্থিতিতে পরীক্ষা এবং অসুবিধার পিছনে পরবর্তী জ্ঞান হল তাদের অত্যাচারীকে ক্ষমা করে প্রতিদান এবং মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

*"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."*

সমস্ত মুসলিম মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা কামনা করে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে তারা তাদের বড় পাপ মোচন করার জন্য আন্তরিক অনুতাপ করে না বা তারা তাদের ছোট পাপ মুছে ফেলার জন্য যথেষ্ট সৎ কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এই ক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা সৃষ্ট একটি পরীক্ষা বা অসুবিধা একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভের উপযুক্ত সুযোগ প্রদান করে, তাঁর জন্য তাদের অত্যাচারীকে ক্ষমা করে। এই অসুবিধার অনুপস্থিতিতে একজন মুসলমান বিচারের দিনে মহান আল্লাহকে তাঁর ক্ষমা না পেয়ে তার মুখোমুখি হতে পারে, যা একটি বিপর্যয়কর পরিণতি।

পরীক্ষা এবং অসুবিধার পরের জ্ঞান হল একজন মুসলিমের জন্য মহান আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 146:

*"... আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"*

উপরন্তু, মহান আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া যায় যখন একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে এবং স্বেচ্ছায় সৎকর্ম সম্পাদন করে। সহীহ বুখারী, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে মুসলিম এই উপদেশের উপর আমল করতে ব্যর্থ হয় তারা এখনও কঠিন বা পরীক্ষার সময় ধৈর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর ভালবাসা পেতে পারে। পূর্বে উদ্‌ধৃত হাদিস অনুসারে, মহান আল্লাহ যখন একজন মুসলমানকে ভালবাসেন তখন তিনি তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্য করার ক্ষমতা দেন। এই মুসলিম খুব কমই পাপ করে। উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাদের প্রার্থনা পূরণ করেন এবং তাদের আশ্রয় দেন। যে এটি অর্জন করবে সে অবশ্যই মহান আল্লাহর রহমতে উভয় জগতে সফল হবে। এবং এই সাফল্যের মূল হল পরীক্ষা এবং কঠিন সমস্যার মুখোমুখি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্যের সাথে। এটি রোগীকে দেওয়া অগণিত পুরস্কারের একটি দিক যা অধ্যায় 39 আয জুমার, 10 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

*"... রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"*

পরীক্ষা এবং অসুবিধার পরের জ্ঞান হল যে তারা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী তাদের জন্য মহান সুখের দিকে নিয়ে যেতে পারে। বিপদের সময় ধৈর্য্য ধারণ করার ফলে কত বড় নিয়ামত পাওয়া যায় সে সম্পর্কে জ্ঞানীগণ অবগত। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সুনানে ইবনে মাজা, 4023 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ

প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের ঈমানের শক্তি অনুসারে পরীক্ষা করেন। সুতরাং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম জানে যে তাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে কারণ তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এবং এটি উভয় জগতের একজনের পরিত্রাণের একটি চমৎকার ইঙ্গিত। আরেকটি উদাহরণ হল জামে আত তিরমিযী, 2402 নম্বরে একটি হাদিস পাওয়া গেছে। বিচার দিবসে যারা পৃথিবীতে বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি তারা যখন ধৈর্য সহকারে পরীক্ষা সহ্যকারীদের দেওয়া পুরষ্কারটি দেখবে তখন তারা কামনা করবে যে তারা তাদের জীবনে একই ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। পৃথিবী, যেমন কাঁচি দিয়ে তাদের চামড়া কেটে ফেলা। যখন কোন মুসলিম সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন এই শিক্ষাগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করে তা অনেক সুখের দিকে নিয়ে যেতে পারে কারণ তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে উভয় জগতেই মহান পুরস্কার পাওয়ার আশা করে। এটি সেই ব্যক্তির মতো যে আনন্দের প্রত্যাশায় একটি তিক্ত ওষুধ গিলে ফেলে যা ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে আসে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

*"... রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"*

পরীক্ষা এবং অসুবিধার পরের জ্ঞান হল যে তারা মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। এটি তখনই যখন কেউ অভ্যন্তরীণভাবে স্বীকার করে যে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের দিয়েছেন। তারা এই নিয়ামতের জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করে মৌখিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে তারা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে। এর ফলে বরকত বৃদ্ধি পায়। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

*"...'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে [অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."*

যখন একজন ব্যক্তি অস্থায়ীভাবে এমনকি স্থায়ীভাবে একটি আশীর্বাদ হারিয়ে ফেলে, যেমন তার সুস্বাস্থ্য, তখন তারা তার মূল্যের প্রশংসা করার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং তাই আশীর্বাদ এবং অন্যান্য আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, যা প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। আশীর্বাদের এই উপলব্ধি, কিছু ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তিকে প্রথমে অসুবিধা এবং পরীক্ষার সম্মুখীন না করে ঘটতে পারে না।

পরীক্ষা এবং অসুবিধার পরের প্রজ্ঞা হল যে সেগুলি একজনের পাপ মোচনের একটি উপায়। যে ক্ষেত্রে কেউ আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয় বা তার ছোটখাট পাপ মোচন করার জন্য যথেষ্ট সৎ কাজ করতে ব্যর্থ হয়, পরীক্ষা এবং অসুবিধা হল পরিশুদ্ধির একটি উপায়। এটি অনেক হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যেমন সহীহ বুখারি, 5640 নম্বরে পাওয়া একটি, যেখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে একজন মুসলিম ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করা প্রতিটি বিপদ বা অসুবিধা তাদের গুনাহগুলিকে মুছে ফেলার দিকে নিয়ে যায় যদিও কষ্টটি কাঁটার মতো ছোট হয়। . উপরন্তু, তিক্ত সত্য এই যে যে ক্ষেত্রে একজনকে তাদের পাপের পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে সেক্ষেত্রে তারা পরবর্তীতে অপেক্ষা এই পৃথিবীতে তাদের মুখোমুখি হবে। আখেরাতের কষ্টের তুলনায় দুনিয়ার কষ্টগুলো তুচ্ছ। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সর্বপ্রথম সকল প্রকার গুনাহ পরিহার করা এবং যদি সেগুলি সংঘটিত হয় তবে তার থেকে আন্তরিকভাবে তাওবা করা উচিত। যদি তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তবে তাদের ধৈর্য্য ধারণ করা উচিত এবং মেনে নেওয়া উচিত যে এটি তাদের পাপের পরিশুদ্ধির একটি উপায় হতে পারে যা পরবর্তী জগতে জাহান্নামের আগুনের মাধ্যমে পাপ থেকে পবিত্র হওয়ার চেয়ে অনেক ভাল।

পরীক্ষা এবং অসুবিধার পিছনে পরবর্তী জ্ঞান হল যে তারা মুসলিমদেরকে অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে যারা সমস্যার

সম্মুখীন হচ্ছে। এটি তাদের তাদের উপায় অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করতে উত্সাহিত করতে পারে। অন্য কারো অসুবিধার প্রশংসা করা সহজ হয় যখন একজন তাদের মতো একই নৌকায় থাকে, যখন তারাও অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এটা সহজেই বোঝা যায় যে প্রকৃত ক্ষুধা অনুভব করেননি তিনি ক্ষুধার্তদের সাহায্য করার সম্ভাবনা কম। সুতরাং এই বিষয়ে, একটি পরীক্ষা এবং অসুবিধা একজনকে অন্যদের সাহায্য করার দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা একটি দুর্দান্ত কাজ যা তারা মিস করতে পারত যদি তারা নিজেরাই সমস্যার মুখোমুখি না হয়।

এটি অসুবিধা এবং পরীক্ষার পিছনে পরবর্তী প্রজ্ঞার সাথে যুক্ত, যথা, মুসলিমদের জন্য একটি সুযোগ যারা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন না তাদের সাহায্য করার জন্য। যদি অভাবী না থাকতো তাহলে মুসলমানরা কিভাবে তাদের সাহায্য করে অগণিত পুরস্কার লাভ করবে? অতএব, মুসলমানদের সর্বদা অন্যদের অসুবিধায় সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত যাতে তারা তাদের সমস্ত বিষয়ে এবং অসুবিধায় মহান আল্লাহর সমর্থন লাভ করতে পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষা ও অসুবিধার পরের প্রজ্ঞা হল যে এগুলো একজন মুসলিমের জন্য আশীর্বাদ পাওয়ার মাধ্যম। একজন ব্যক্তির জীবনে অনেক সময়ে তারা বিশ্বাস করতে পারে যে কিছু খারাপ ছিল শুধুমাত্র পরে তাদের মন পরিবর্তন করার জন্য। এবং অনেক সময় তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল তবুও এটি তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং যে মুসলিমরা পরীক্ষা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হয় তাদের বোঝা উচিত যে তাদের মধ্যে এমন সুবিধা এবং আশীর্বাদ রয়েছে যা তারা অবিলম্বে লক্ষ্য করতে এবং উপলব্ধি করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশুর মৃত্যু একটি চরম অসুবিধা এবং পরীক্ষা. তবে ধৈর্যের মাধ্যমে একজন পিতামাতাকে ক্ষমা করা যেতে পারে এবং বিচারের দিনে তাদের সন্তানের সাথে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এটি অনেক হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেমন সহীহ বুখারি, 1249 নম্বরে পাওয়া

যায়। এক্ষেত্রে সন্তানের মৃত্যু পিতামাতার জন্য জান্নাত লাভের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

*"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"*

পরীক্ষা এবং অসুবিধার পরের প্রজ্ঞা হল যে তারা মহান আল্লাহর ভালবাসার নিদর্শন। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহর প্রতি কারও ভালবাসার প্রমাণ হল তাদের ধৈর্য এবং এমনকি পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকা। এই মুসলিম উভয় জগতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে যা এই হাদীসের শেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পরীক্ষা এবং অসুবিধার পিছনে পরবর্তী জ্ঞান হল যে যত বেশি পরীক্ষা করা হয় এবং সমস্যার সম্মুখীন হয় তারা নবী (সাঃ) এর ঐতিহ্যের কাছাকাছি থাকে, কারণ তারা সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করা হয়েছিল। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 4023 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের যত কাছাকাছি, তারা সঠিক পথনির্দেশ এবং মহান আল্লাহর নৈকট্যের তত কাছাকাছি। উভয় জগত নিঃসন্দেহে, এটি একটি মহান আশীর্বাদ যা একজনের আনন্দ করা উচিত। এটি একটি কারণ যে ধার্মিক পূর্বসূরিরা পরীক্ষা এবং অসুবিধায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলিমদের জন্য ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা এই দুনিয়া ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই অগণিত পুরস্কার অর্জনের জন্য কঠিন ও পরীক্ষার সময় তাদের ধৈর্য বৃদ্ধি করতে পারে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

*"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"*

## ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

## অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe